99737 - কোন পুরুষের চরিত্র ও দ্বীনদারিতে আকৃষ্ট হয়ে কোন নারী কি বিয়ের জন্য নিজেকে সে পুরুষের কাছে পেশ করতে পারে?

প্রশ্ন

আমি দ্বীনধর্ম মেনে চলি এমন একজন মেয়ে। আমার বয়স ২৭ বছর। হাফেজে কুরআন। হিফযখানাতে পড়াই। ইলমে দ্বীন অর্জন করি। আমার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে কারণে অনেক যুবক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তবে যারা প্রস্তাব দেয় তাদের দ্বীনদারির দুর্বলতার কারণে আমি সেসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেই। উপর্যুপরি সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে আমি পারিবারিক চাপের মধ্যে আছি। তাছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে আমি আমার সরকারী চাকুরীটিও ছেড়ে দিয়েছি। এতে আমার উপর আরও চাপ বেড়েছে। এখন আমার পরিবার চায় আমি যেন যে কোন ছেলের সাথে বিয়েতে রাজী হয়ে যাই। বিয়ে হওয়াটাই মুখ্য। প্রথাগতভাবে গোত্রের বাইরে বিয়ে নিষিদ্ধ। আমি সম্পদ চাই না, কিংবা সম্পদশালী, বড় পদে চাকুরীজীবী বা সুদর্শন যুবক চাই না। আমি চাই একজন নেকেকার ছেলে; যে আমাকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে সাহায্য করবে, আমার চরিত্রের হেফাযত করবে। যাতে করে আমি আমার পরিবারের সাথে এসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই চিন্তা করছি আমার পরিচিতদের মধ্যে এক যুবককে প্রস্তাব পাঠাব। তার সাথে আমাদের বৈবাহিকসূত্রের আত্মীয়তা আছে। সে একজন চরিত্রবান ও দ্বীনদার যুবক। কুরআনে হাফযে ও তালবে ইলম। আমি চাই আদব রক্ষা করে আকর্ষণীয় ভাষায় তাকে একটি মোবাইল মেসেজে পাঠাব। এই যুবকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ভুলক্রমে তার মোবাইল নম্বর জেনেছি। এ ইস্যুতে আমি তৃতীয় কোন পক্ষ কিংবা অপর কাউকে জড়াতে চাচ্ছি না। এতে করে এ ইস্যুটি উভয় পক্ষের জন্য সংকটপূর্ণ হয়ে যেতে পারে এবং বিষয়টি জানাজানি হয়ে যেতে পারে। এমন কাউকে পাচ্ছি না যার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি যে, সে বিষয়টি গোপন রাখবে। সুতরাং এক্ষেত্রে শরিয়তের হুকুম কি? দ্বিতীয়ত যে মেয়ে এমন একটি কাজ করতে যাচ্ছে তার ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? যে ছেলেকে এই মেয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিবে সে মেয়ের ব্যাপারে এ পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতে পারে? আপনারা আমাকে কি পরামর্শ দিবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার উপর তার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দেন। আপনার ইলম, আদব ও লজ্জাশীলতা আরও বাড়িয়ে দেন। আমরা আরও দুআ করছি, আল্লাহ যেন আপনার জন্য একজন সৎ পাত্র সহজে

মলিয়িে দনে। যাতে করে আপনি তার সাথে নকে সংসার গড়ে তুলতে পারনে।

নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশোর কারণে চাকুরীটি ছড়েে দয়িে আপনি ভাল কাজ করছেনে। বয়িরে প্রস্তাবক যুবকরো চরত্রিবান ও দ্বীনদার না হওয়ায় তাদরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করওে আপনি ভাল কাজ করছেনে। আর এ যুবককে মসেজে পাঠানোর আগে প্রশ্ন করওে আপনি উত্তম কাজটি করছেনে।

দুই:

বয়িরে জন্য কোন চরত্রিবান ও দ্বীনদার লোকরে কাছে নজিকেে পশে করা নারীর জন্যে হারাম নয় এবং বুদ্ধমিান লোকদরে কাছে এটা দোষরে কছিু নয়। কউে যদি এটাকে খারাপ চোখে দখেে তাহলে তার সে দখোটা শরয়িতরে দৃষ্টকিোণ থকেে নয়; বরং সামাজকি রীতনিীতি, প্রথা ও অভ্যাসরে দৃষ্টকিোণ থকেে। আবার অনকে সময় মহলিারা হংিসাবশত এটাকে খারাপ চোখে দখেে। সাবতে আল-বুনানী (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছলিাম। তাঁর কাছে তাঁর ময়েে ছলিনে। এক মহলিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নকিট এসে নজিকেে (বয়িরে জন্য) পশে করে বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? আনাস (রাঃ) এর ময়েে বললনে: ছি! ছি! তাঁর লজ্জাবোধ কতই কম! তখন আনাস (রাঃ) বললনে: সে মহলিা তোমার চয়েে উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি আগ্রহবশত তনিি তাঁর কাছে নজিকেে পশে করছেনে।"[সহহি বুখারী (৪৮২৮)] ইমাম বুখারী এ হাদসিরে শরিোনাম দয়িছেনে "সৎ লোকরে কাছে কোন নারীর নজিইে প্রস্তাব দয়ো শীর্ষক পরচ্ছিদে"।

জনকৈ সৎ নারী নজিে থকেে মুসা (আঃ) এর সাথে বয়িরে প্রতি ইঙ্গতি দতিে গয়িে বলনে: যমেনটি আল্লাহ তাআলা উদ্ধৃত করছেনে, "নারীদ্বয়রে একজন বলল, আব্বু, আপনি তাকে মজুর নয়িোগ করুন। কারণ আপনার মজুর হসিবেে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তশিালী ও বশ্বিস্ত।[সূরা কাসাস, আয়াত: ২৬] তবে আয়াত থকেে প্রতীয়মান হচ্ছে- ময়েটেরি পতিা তাকে মূসা (আঃ) এর নকিট উপস্থাপন করছেনে। যমেনটি বুঝা যায় এ কথা থকেে "তনিি মূসাকে বললনে: আমি আমার এ কন্যাদ্বয়রে একজনকে তোমার সাথে বয়িে দতিে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে।"[সূরা কাসাস, আয়াত: ২৭]

এটি আপনার অভভিাবকদরে প্রতি একটা মসেজে; যাতে করে তারা আল্লাহকে ভয় করে, গোত্রীয় গোঁড়ামি পরত্যিাগ করে এবং একজন সৎ পাত্ররে কাছে আপনাকে বয়িে দয়ে। অন্ততঃ কোন চরত্রিবান ও দ্বীনদার পাত্রকে যনে তারা প্রত্যাখ্যান না করে। এই সৎ লোকরে ময়েটেি ইঙ্গতি দয়োর পর লোকটি নজিরে ময়েকেে মূসা (আঃ) এর কাছে পশে করলনে। অনুরূপভাবে জনকৈ সৎ মহলিা ইঙ্গতিে নয়; বরং সরাসরি নজিকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে পশে করছেনে। এ ঘটনাগুলো লজ্জাশীলতার সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বরং এ ঘটনাগুলো মজবুত দ্বীনদারি, সংশ্লষ্টি মহলিা ও তার অভভিাবকরে বুদ্ধরি প্রখরতার প্রমাণ বহন করে।

আল-মাওসূআ আল-ফকিহয়িযা (৩০/৫০) গ্রন্থে এসছে-

কোন পুরুষের দ্বীনদারি, মর্যাদা, ইলম, কিংবা বিশেষ কোন দ্বীনি বৈশিষ্ট্যের বিমোহিত হয়ে কোন নারীর জন্য নিজেকে সে পুরুষের কাছে উপস্থাপন করা ও পরিচয় তুলে ধরা জায়েয আছে; এতে দোষের কিছু নেই। বরং এটি সে নারীর মর্যাদারই প্রমাণ বহন করে। এ বিষয়ে সহিহ বুখারীতে সাবেত আল-বুনানী থেকে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি বলেন: আমি আনাস (রাঃ) এর কাছে ছিলাম... এরপর পূর্ণাঙ্গ হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। সমাপ্ত

তিনি:

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা আপনাকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলো দিচ্ছি; যে উপদেশগুলো আপনার কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১. আপনি সে ছেলেকে সরাসরি মেসেজ না পাঠিয়ে অপরিচিত অন্য কোন মোবাইল নম্বর থেকে মেসেজ করুন। যে নম্বরটি কেউ ব্যবহার করে না। এতে করে তাকে পাওয়া আপনার জন্য সহজ হবে। আপনি তার কাছে এভাবে একটি মেসেজ পাঠান যেন কেউ একজন আপনার ব্যাপারে তাকে সন্ধান দিচ্ছে; যদি তার বিয়ের আগ্রহ থাকে। মনে হবে মেসেজেটি এমন এক পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে যে ব্যক্তি আপনাদের উভয়কে চিনে, এ মেয়েটের ব্যাপারে সে যেন অবহেলা না করে সে বিষয়ে তাকে উপদেশ দেয়া। আমাদের মতে, সরাসরি প্রস্তাব দেয়ার চেয়ে এটি উত্তম। কারণ হতে পারে বিষয়গুলো আপনার ইচ্ছামত না আগাতে পারে; এতে করে আপনার জন্য ও ছেলেটের জন্য এ বিষয়টি সংকটের কারণ হবে। অনুরূপভাবে মানুষ এ গ্যারান্টিও দিতে পারে না যে, সে ব্যক্তি তার বর্তমান এ দ্বীনদারির উপর সবসময় অটল, অবিচল থাকবে। তখন সে ব্যক্তি এ বিষয়টি তুলে আপনাকে তিরস্কার করতে পারেন। এ কারণে আলেমগণ "সৎ হওয়া" শর্ত করেছেন; শুধু ইলম থাকা ও কুরআন শরিফ মুখস্থ থাকাটা সৎ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সৎ হওয়ার অর্থ হচ্ছে- ইলম ও কুরআন অনুযায়ী আমল করা, এ দুটির নির্দেশিত চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া।

২. আপনি যদি তাকে মেসেজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন সেক্ষেত্রে আপনি উপর্যুপরি মেসেজ পাঠানো অব্যাহত রাখবেন না। বরং আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের জন্য মেসেজ পাঠানোর বৈধতা দিচ্ছি। কারণ এ মেসেজগুলো সে ছেলের কিংবা আপনার কিংবা আপনাদের দুইজনের ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হতে পারে।

৩. মেসেজের বিষয়টি অন্য কাউকে অবহিত করবেন না, অন্য কারো সহযোগিতা নিবেন না। আমরা লক্ষ্য করছি এদিকে আপনি সতর্ক আছেন।

৪. হতে পারে সে ছেলের পরিবেশ পরিস্থিতি বিয়ে করার জন্য উপযুক্ত নয়। কিংবা হতে পারে সে অন্য মেয়েকে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে; একাধিক বিয়ে করার ইচ্ছা নাই। আপনি যদি তার পক্ষ থেকে এমন কিছু জেনে থাকেন তাহলে বারবার মেসেজ পাঠাবেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে বারবার মেসেজ পাঠানোর কোন কারণ নেই। যেহেতু একবার মেসেজ পাঠানোর মাধ্যমেই তার কাছে আপনার বিয়ের প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয়েছে।

৫. যদি আল্লাহ তাআলা তার সাথে আপনার বিয়ে নির্ধারণ করে না রাখেন; তাহলে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা ঠিক হবে না। কারণ এ ধরণের উন্মুখতার ভয়াবহতা আপনার অজানা নয়। এটি আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে আনবে। কুরআন মুখস্ত করা ও পুনঃপাঠ থেকে বিরত রাখবে। ইলম অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। অন্তরে নানা রোগ সৃষ্টি করবে। গুনাহর দিকে ধাবিত করবে।

৬. মেসেজে পাঠানোর পূর্বে আমরা আপনাকে ইস্তিখারা করে নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। মেসেজে পাঠানোর পর ও প্রস্তাবটি ছেলেকে জানানোর পরও আমরা আপনাকে ইস্তিখারা করার পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ কোন মুসলমান জানে না তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কোথায় রাখা হয়েছে। একক্ষেত্রে মুসলমান অজ্ঞ ও অক্ষম। তাই সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান ও ক্ষমতাবান প্রতিপালকের কাছে সে দুআ করবে; যেন তিনি তার জন্য নির্বাচন করেন এবং যেখানে কল্যাণ আছে সেটা তার জন্য সহজ করে দেন, যেখানে অকল্যাণ আছে সেটা থেকে তাকে দূরে রাখেন।

৭. জেনে রাখুন, হতে পারে অন্য কোন ছেলে তার চেয়েও উত্তম। তাই আপনি যেহেতু শরয়তিসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে সংবাদ দিয়েছেন, নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করেছেন; এরপর আল্লাহ আপনাদের দুইজনের মাঝে বিয়ে নির্ধারণ করে রাখেননি; সেক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। আল্লাহর কাছে দুআ করা ছেড়ে দিবেন না। অন্য প্রস্তাবকারী ছেলেদের মধ্যে চরিত্র ও দ্বীনদারির শর্ত পূরণে কোন ছাড় দিবেন না। ধৈর্যের সাথে আপনার পরিবারের চাপ সয়ে যান। "সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।[সূরা ইনশিরাহ, আয়াত: ৫-৬]

যদি আপনার মাহরামদের মধ্যে এমন কেউ থাকে আপনার ভাই বা চাচা... যার সাথে আপনার ঘনিষ্ঠতা আছে, তার সাথে আপনার এ প্রসঙ্গে কথা বলার সুযোগ আছে এবং কথা বললে তিনি দায়িত্ব নিবেন; যেমন অন্য সকল পুরুষ তাদের আত্মীয়াদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অবজ্ঞা ও অস্বীকৃতি ব্যতিরেকে দায়িত্ব পালন করে থাকে; আপনার ক্ষেত্রে এমন কাউকে পাওয়া গেলে বিষয়টি অনেক সহজ হবে। এতে করে আর কোন শংকা থাকে না এবং ইনশাআল্লাহ এটি আপনার জন্যও প্রশান্তিদায়ক হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আপনার জন্য এমন কাউকে পাওয়া সহজ করে দেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।